[২০১৯] ৮ এস. সি. আর. ৭২৮

পারসা কেন্তে কোলিরিজ লিমিটেড

বনাম

রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯০২৩)

২৭ শে মে, ২০১৯

[অরুন মিশ্র এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিগণ]

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬: ধারা। ৩৭ – আপিলের অধীনে – সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় বিবেচনা করার সময় আপিল আদালতের এখতিয়ার – কয়লা সরবরাহের জন্য আপিলকারী এবং বিবাদীর মধ্যে কয়লা খনির এবং সরবরাহ চুক্তি – বৃদ্ধির মূল্য, স্থির খরচ, এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা পরিমাণ এবং রেলওয়ে সাইডিং নির্মাণের খরচ সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ – 'মূল্য সমন্বয়', 'নির্দিষ্ট খরচ' এবং 'এসক্রো অ্যাকাউন্ট' শিরোনামের অধীনে দাবিগুলিকে অনুমোদনকারী সালিসকারী কর্তৃক রায়, তবে 'রেলওয়ে সাইডিং নির্মাণ' শিরোনামের অধীনে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে – বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে রায়, তবে, হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে – এর ন্যায্যতা – আপিলের উপর, স্থগিত: দাবি নং ১-মূল্য সমন্বয়/বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, সালিসকারী কর্তৃক ব্যাখ্যা সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত উভয়ই ছিল – কেবল অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারত বলে, হাইকোর্ট ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল না – যদিও হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে দাবি নং ১ এর বিষয়ে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় জননীতির বিরুদ্ধে ছিল, তবে জননীতির কোনও উপাদান ছিল না – হাইকোর্ট দাবির ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করে তার এখতিয়ার লঙ্ঘন করেছে। ১ – দাবি নং ২-নির্ধারিত খরচের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল করেছে – সি এ -এর সার্টিফিকেট ব্যতীত, প্রকৃত ক্ষতির বিষয়ে আর কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি – বিপরীতে, সংশ্লিষ্ট বছরে বিবাদী কর্তৃক উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল – সদস্যদের মতে, দাবি নং ৩-এসক্রো অ্যাকাউন্ট, এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল দেখা যে আপিলকারী কোম্পানি চুক্তি অনুসারে চুক্তিটি পূরণ করে এবং কয়লা ব্লকগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত – আপিলকারীর পক্ষে এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা পরিমাণ দাবি করা উন্মুক্ত ছিল না, অন্যথায় এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে – সুতরাং, দাবি নং ৩-এসক্রো অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে যুক্তিটিকে বিকৃত বা এতটাই অযৌক্তিক বলে মনে করেছে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি নথি থাকা উপাদান/প্রমাণ সম্পর্কে পৌঁছাতে পারেনি – সুতরাং, দাবি নং ৩-এর

হাইকোর্ট যথাযথভাবে যুক্তিটিকে বিকৃত বা এতটাই অযৌক্তিক বলে মনে করেছে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি নথি থাকা উপাদান/প্রমাণ সম্পর্কে পৌঁছাতে পারেনি – সুতরাং, দাবি নং ৩-এর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ১ নম্বর মামলা বাতিল করা হচ্ছে এবং দাবি নং ১-এর ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে এবং দাবি নং ২-নির্ধারিত খরচ এবং দাবি নং ৩-এসক্রো অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিলের আদেশ বহাল রাখা হচ্ছে।

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশঃ ১.১) যতদূর পর্যন্ত "মূল্য সমন্বয়/বৃদ্ধি" সম্পর্কিত দাবি সম্পর্কিত, সালিসকারী রায় দিয়েছিলেন যে ৫.৪.৩-এর সাথে পঠিত প্রকরণ ৫.২.২-এর উদ্দেশ্যে প্রথম কার্যকরী বছরের শুরুর তারিখ হবে ২৫.০৬.২০১১ এবং তাই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শূন্য বছর ২০১১-১২ হতে হবে। তদনুসারে, সালিসকারী এফওয়াই-তে বর্ধিত মূল্য বিবেচনা করেছিলেন। ২০১৩-১৪-প্রতি মেট্রিক টনে ৮৯৫টাকা । যাইহোক, উত্তরদাতার মতে, যেহেতু শুরুর তারিখটি ২৫.০৬.২০১১ থেকে ২৫.০৩.২০১৩-এ পরিবর্তন করা হয়েছিল, তাই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শূন্য বছরটি হবে ২০১৩-১৪, চুক্তি/চুক্তির অধীনে মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদিত এবং চুক্তিতে উল্লিখিত সূত্র অনুসারে প্রতি বছর মূল্য বৃদ্ধি হবে, শুরুর তারিখ থেকে শুরু হবে। তবে, এটি সত্য যে শুরুর প্রাথমিক তারিখ, অর্থাৎ, ২৫.০৬.২০১১ পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ২৫.০৩.২০১৩-এ বাড়ানো হয়েছিল। তবে, বন ছাড়পত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে ২১ মাস বিলম্ব হওয়ার কারণে এটি বাধ্যতামূলক ছিল। ২০১১ সাল থেকে প্রযোজ্য ২০০৭-০৮ বছরে মূল্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল। যাইহোক, বন ছাড়পত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব হয়েছিল এবং তাই সরবরাহ শুরু হওয়ার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর মধ্যে শ্রম চার্জ, পরিবহন চার্জ, ইত্যাদি বৃদ্ধি হত। যদিও সরবরাহ শুরু হওয়ার তারিখ বাড়ানো হয়েছিল, তবে মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলিতে কোনও সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ছিল না। ২০১৩ সালে কোনও নির্দিষ্ট চুক্তি ছিল না যে, আবেদনকারী কোনও মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াই একই দামে কয়লা সরবরাহ করবেন। অতএব, মামলার সামগ্রিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে, সালিসকারী চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন

এবং বিশেষভাবে বলেছেন যে প্রকরণ ৫.২.২ এবং ৫.৪.৩ এর উদ্দেশ্যে প্রথম কার্যনির্বাহী বছরের শুরুর তারিখ হবে ২৫.০৬.২০১১ এবং সেই অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধির জন্য শূন্য বছর হবে ২০১১-১২ এবং তাই আপিলকারী ২০১৩-১৪সালে প্রযোজ্য বর্ধিত পরিমাণ (মূল্য বৃদ্ধি) পাওয়ার অধিকারী হবেন সালিসকারীর দেওয়া যুক্তি বিবেচনা করে, সালিসকারীর দ্বারা ব্যাখ্যা উভয়ই সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল। অতএব, কেবলমাত্র অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া যেতে পারে বলে হাইকোর্ট সালিসকারীর দ্বারা করা ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। অতএব, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট দাবি সমন্বয়/সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে। যদিও হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে ১ নং দাবির ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় জননীতি বিরোধী ছিল, তবে সম্মানের সাথে, জননীতির কোনও উপাদান নেই। এটি চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির ব্যাখ্যার বিশুদ্ধ এবং সহজ মামলা ছিল যা কোনও পাবলিক পলির সাথে জড়িত নয় অতএব, নং ১-price সমন্বয়/বৃদ্ধি দাবির ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল ও বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বহাল রাখা যায় না এবং এটি বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য।

১.২) যতদূর দাবি নং ২-"নির্দিষ্ট খরচ" এবং ক্ষতির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত ৭৮ কোটি টাকার পরিমাণ সম্পর্কিত, নথিতে প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি খতিয়ে দেখে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে দাবি নং ২-এর ক্ষেত্রে সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়টি বাতিল করে দিয়েছে। সিএ-এর প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত, প্রকৃত ক্ষতির বিষয়ে আর কোনও প্রমাণ দেওয়া হয়নি। নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করে, এর বিপরীতে দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট বছরে উত্তরদাতা দ্বারা উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সুতরাং, ২ নং দাবির ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি নথি র প্রমাণের বিপরীত ছিল এবং তাই, হাইকোর্টের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে বাতিল করা হয়েছে।

১.৩) দাবি নং ৩- “এসক্রো অ্যাকাউন্ট” সম্পর্কে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে সালিসকারী কর্তৃক

প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করেছে। খনি বন্ধের প্ল্যান্টের প্রস্তুতির জন্য ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন ছিল। নির্দেশিকাগুলির মধ্যে, খনি সংস্থাকে যে কোনও তফসিলি ব্যাঙ্কে এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন ছিল। তদনুসারে, উত্তরদাতা একটি এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং একটি এসক্রো চুক্তি কার্যকর করেন। পক্ষগুলির মধ্যে চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে আবেদনকারীও এসক্রো অ্যাকাউন্ট খুলতে রাজি হয়েছিলেন। আবেদনকারী আরও সম্মত হন যে, এসক্রো অ্যাকাউন্টে জমা করা অর্থ আবেদনকারীর কয়লা ব্লক থেকে কয়লা প্রেরণের জন্য যৌথ উদ্যোগ সংস্থা-পি. কে. সি. এল-এর কয়লা বিলের অবিলম্বে পরবর্তী পরিশোধ থেকে উত্তরদাতা দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হবে। সুতরাং, এরপরে এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ দাবি করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না। যদি এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যা কয়লা মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুসারে ছিল তা হতাশ হবে। এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল আবেদনকারী সংস্থাটি চুক্তি অনুসারে এবং কয়লা ব্লকগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিটি পূরণ করে। অতএব, উচ্চ আদালত যথাযথভাবে নং ৩-এসক্রো অ্যাকাউন্ট দাবি করার ক্ষেত্রে সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করে পর্যবেক্ষণ করে যে যুক্তিটি বিকৃত বা এত অযৌক্তিক যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি নথি থাকা উপাদান/প্রমাণের উপর পৌঁছতে পারে না।

১.৪) একমাত্র সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায় বাতিল ও বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ, যতদূর পর্যন্ত দাবি নং ১-মূল্য সমন্বয়/বৃদ্ধি বাতিল এবং বাতিল করা হয় এবং দাবি নং ১-এর ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় পুনরুদ্ধার করা হয়। হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ যতদূর পর্যন্ত দাবি নং ২-fixed-এর বাকি খরচ এবং দাবি নং ৩-এসক্রো অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল ও বাতিল করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

সহযোগী বিল্ডার বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৪৯; ভারতের স্টিল অথরিটি লিমিটেড গুপ্ত ব্রাদার স্টিল টিউব লিমিটেড (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৬৩:

[২০০৯] ১৪ এস. সি. আর. ২৫৩; স্যাঙ্গিয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড বনাম ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৬৭৭; ও. এন. জি. সি বনাম স পাইপস লিমিটেড (২০০৩) ৫ এস. সি. সি. ৭০৫: [২০০৩] ৩ এস. সি. আর. ৬৯১; হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম ফ্রেন্ডস কোল কার্বনাইজেশন (২০০৬) ৪ এস. সি. সি. ৪৪৫; ম্যাকডারমট ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেড বনাম বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি লিমিটেড (২০০৬) ১১ এস. সি. সি. ১৮১: [২০০৬] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ৪০৯; রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড বনাম দেওয়ান চাঁদ রাম সরন (২০১২) ৫ এস. সি. সি. ৩০৬: [২০১২] ৪ এস. সি. আর. ১; ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি বনাম আই. টি. ডি. সিমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড (২০১৫) ১০৭ স্টিল অথরিটি লিমিটেড বনাম গুপ্ত ব্রাদার স্টিল টিউব লিমিটেড (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৬৩: [২০০৯] ১৪ এস. সি. আর ২৫৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৫) ৩ এসসিসি ৪৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.৩
[২০০৯] ১৪ এসসিআর ২৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.৩, ৯.২
[২০০৩] ৩ এসসিআর ৬৯১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬.১
(২০০৬) ৪ এসসিসি ৪৪৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬.১
[২০০৬] ২ সম্পূরক এসসিআর ৪০৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯.১
[২০১২] ৪ এসসিআর ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯.১
[[২০১৫] ৬ এসসিআর ১০৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯.২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৯০২৩ নং দেওয়ানি আপিল।

২৮.০২.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে রাজস্থান হাইকোর্ট জয়পুর বেঞ্চ, জয়পুর, ডি. বি. দেওয়ানি বিবিধ মামলায় ২০১৭ সালের আপিল নং ৩৭৮৫।

রঞ্জিত কুমার, বিক্রম নানকানি, সিনিয়র আইনজীবী , মহেশ আগরওয়াল, অনুপ সিং, সলিল সিনহা, অংশুমান শ্রীবাস্তব, ঋষি রাজ শর্মা, ই. সি. আগরওয়ালা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী

তুষার মেহতা, সলিসিটর জেনারেল, কার্তিক শেঠ, অঙ্কুর এস কুলকার্নি, নিশান্ত কুমার, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১) রাজস্থানের জন্য হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল আদালত/ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২০১৭ সালের ডি. বি. দেওয়ানী বিবিধ আপিল নং ৩৭৮৫-এ জয়পুরের বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার দ্বারা হাইকোর্ট এখানে উত্তরদাতার দ্বারা প্রস্তাবিত আপিলটি মঞ্জুর করেছে-রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড এবং জয়পুরের বাণিজ্যিক আপিল আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায় বাতিল ও বাতিল করে দিয়েছে, আবেদনকারী-মূল দাবিদার-পার্সা কেন্টে কলিয়ারিজ লিমিটেড বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

২) ২০০৬ সালের মার্চ মাসে, কয়লা ব্লক উন্নয়ন, খনন ও কয়লা পরিবহন এবং সরবরাহের জন্য যৌথ উদ্যোগের জন্য উত্তরদাতা একটি দরপত্র আহ্বান করেছিলেন। সেই আদানি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (এইএল) একটি দরপত্র জমা দিয়েছিল যা ১২.০৫.২০০৬-এ গৃহীত হয়েছিল। উত্তরদাতা দ্বারা এইএল-কে একটি অভিপ্রায় পত্র জারি করা হয়েছিল ২৩.১০.২০০৬-এ। উত্তরদাতা এবং এইএল একটি যৌথ উদ্যোগে প্রবেশ করেছিল, যার নাম, পার্সা কেন্টে কলিয়ারিজ লিমিটেড, এখানে আবেদনকারী। উক্ত পার্সা কেন্টে কলিয়ারিজ লিমিটেড এবং এইএল-এর মধ্যে একটি কয়লা খনন পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। 'যে একটি কয়লা খনন ও বিতরণ চুক্তি (এরপরে, সিএমডিএ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আবেদনকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে কয়লা সরবরাহের জন্য ১৬.০৭.২০০৮-এ কার্যকর করা হয়েছিল।

২.১) সি. এম. ডি. এ অনুসারে, চুক্তি শুরুর তারিখ ছিল ২৫.০৬.২০১১ আবেদনকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে সি. এম. ডি. এ অনুসারে, কয়লা সরবরাহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ৪২ মাসের মধ্যে বা কয়লা ব্লক বরাদ্দের তারিখ থেকে ৪৮ মাসের মধ্যে অর্থাৎ 'আই. ডি ১'-এর মধ্যে শুরু করতে হবে। সি. এম. ডি. এ শুরু করার তারিখ বাড়ানোর জন্য একটি ধারাও প্রদান করেছে। সি. এম. ডি. এ-র ৩.২ অনুচ্ছেদে 'কাজের সুযোগ'-এর কথা বলা হয়েছে। ৪র্থ ধারায় তারিখ শুরুর জন্য বিধান করা হয়েছে; ৫ম ধারায় মূল্য চুক্তির জন্য বিধান করা হয়েছে; ৫ম ধারায় মৌলিক মূল্য গণনার জন্য বিধান করা হয়েছে; ৫ম ধারায় মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিধান করা হয়েছে; ৭ম ধারায় বলপ্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৭ম ধারায় বলপ্রয়োগের প্রভাবের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন ছাড়পত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে ২১ মাস বিলম্ব হয়েছিল। আপিলকারী ৪র্থ ধারায় মূল মূল্য গণনার জন্য কয়লা সরবরাহ শুরু করেছিলেন।

২৫.৩.২০১৩ থেকে কার্যকর প্রতিক্রিয়াশীল, অর্থাৎ, ২১ মাসের বিলম্বের পরে, মনে হয় যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ২৫.৬.২০১১ থেকে ২৫.৩.২০১৩ পর্যন্ত শুরুর তারিখ বাড়ানো হয়েছিল। তবে, পক্ষগুলির মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা দেয়, বিশেষত বৃদ্ধি মূল্য, নির্দিষ্ট ব্যয়, এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা পরিমাণ এবং রেলপথের সাইডিং নির্মাণের খরচ। অতএব, আবেদনকারী সিএমডিএ-র ১০.২ ধারা আহ্বান করে সালিশ চেয়েছিলেন। রাজস্থান হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি একমাত্র সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। আবেদনকারী দাবির বিবৃতি জমা দিয়েছিলেন এবং তারপরে দাবির আরেকটি বিবৃতি দাখিল করেছিলেন।

২.২) বিজ্ঞ সালিসকারীর আগে দাবিটিকে চারটি শীর্ষে বিভক্ত করা হয়েছিল, যথাঃ (১) মূল্য সমন্বয়; (২) নির্দিষ্ট খরচ; (৩) এসক্রো অ্যাকাউন্ট; এবং (৪) রেলওয়ে সাইডিং নির্মাণ। বিচক্ষণ সালিসকারী মূল্য সমন্বয়, 'স্থির খরচ' এবং 'এসক্রো অ্যাকাউন্ট' শিরোনামের অধীনে দাবির অনুমতি দিয়ে '২৭.০৫.২০১৫' তারিখের একটি পুরষ্কার পাস করেন এবং 'রেলওয়ে সাইডিং নির্মাণ' শিরোনামের অধীনে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। অনুমতি দেওয়ার সময়, 'মূল্য সমন্বয়' শিরোনামের অধীনে দাবি, বিজ্ঞ সালিসকারী রায় দিয়েছিলেন যে ৫.৪.৩-এর সাথে পঠিত ৫.২.২ ধারার উদ্‌বৃত্তের জন্য প্রথম কার্যকরী বছরের শুরুর তারিখটি ২৫.০৬.২০১১ হবে। বিজ্ঞ সালিস আরও বলেছিলেন যে শূন্য বছরের উদ্দেশ্যে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যটি ২০১১-২০১২ হবে। তদনুসারে ঝুঁকিপূর্ণ সালিসকারী বলেন যে, যেহেতু মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চুক্তি শুরুর তারিখ ২৫.০৬.২০১১, তাই আপিলকারী ২০১৩-২০১৪-এ প্রযোজ্য বর্ধিত পরিমাণের অধিকারী হবেন। তদনুসারে, সংশ্লিষ্ট সালিসকারী বলেন যে, আপিলকারী এফ-ওয়াই-তে Rs.৮৩৭-পিএমটি-তে কয়লার দাম পাওয়ার অধিকারী। ২০১৩-১৪ এবং তারপরে চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারা-সিএমডিএ অনুসারে পরবর্তী বছরগুলিতে বর্ধিত মূল্য পাওয়ার অধিকারী।

২.৩) যে 'নির্দিষ্ট খরচ' সম্পর্কিত দাবি মঞ্জুর করার সময়, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে সালিসকারী রায় দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা আপিলকারীর কাছ থেকে কয়লার প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিতে পারবেন না, যার ফলে আপিলকারীর ক্ষতি হবে। বিজ্ঞ সালিসকারী রায় দিয়েছিলেন যে তাই আপিলকারী Rs.৭৮ কোটি -এর জন্য দাবি করা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

২.৪) এসক্রো অ্যাকাউন্ট"-/ 'একটি বন্ড, দলিল বা অন্য কোনো নথি যা তৃতীয় পক্ষের হেফাজতে রাখা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলেই তা কার্যকর হয়' এর ক্ষেত্রে দাবিটি মঞ্জুর করার সময়, বিজ্ঞ সালিসকারী বলেন যে, আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত অঙ্গীকারটি একটি আকস্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে আবেদনকারীর দ্বারা খনি বন্ধ করার কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে এসক্রো অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া কোনও পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে উত্তরদাতা আবেদনকারীর মাসিক চলমান বিল থেকে তা আদায় করার অধিকারী হবেন। তবে, বিজ্ঞ সালিসকারী পর্যবেক্ষণ করেছেন, যেহেতু এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি,

উক্ত গণনার উপর কোনও ছাড়ের প্রশ্ন ওঠে না। ফলস্বরূপ, বিজ্ঞ সালিসকারী উত্তরদাতাকে এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা সেই পরিমাণ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন যা আপিলকারীর মাসিক চলমান বিল থেকে কেটে নেওয়া হয়েছিল।

২.৫) এখানে উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, বিজ্ঞ সালিসকারী দাবি নং ৪, অর্থাৎ "রেলওয়ে সাইডিং নির্মাণ" শিরোনামে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা ঘোষিত রায়টি জয়পুরের বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত সালিস ও সমঝোতা আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদনে নিশ্চিত করেছে।

৩) বিক্ষুব্ধ বোধ করে, উত্তরদাতা জয়পুরে রাজস্থান হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল আদালত/ডিভিশন বেঞ্চের সামনে সালিশ আইনের ৩৭ ধারার অধীনে আপিল করেন। বিতর্কিত রায় এবং ২৮.০২.২০১৮ তারিখের আদেশ দ্বারা, হাইকোর্ট উক্ত আপিলটি মঞ্জুর করেছে এবং বিজ্ঞ সালিশকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়টি বাতিল করে দিয়েছে এবং বাণিজ্যিক আদালত, জয়পুর দ্বারা নিশ্চিত করেছে।

৪) হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, মূল দাবিদার-আপিলকারী বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৫)আপিলকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার এবং উত্তরদাতার পক্ষে ভারতের বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা উপস্থিত হয়েছেন।

৫.১) আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের উচিত ছিল না সি. এম. ডি. এ-কে বিকল্প গঠন দিয়ে সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারী এবং বিজ্ঞ , বাণিজ্যিক আদালতের সমবর্তী অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করা। এটি জোরালোভাবে জমা দেওয়া হয়েছে যে বিতর্কিত রায় ও আদেশ পাস করার মাধ্যমে, উচ্চ আদালত তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে, জ্ঞানী সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে, যা বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, সালিসি আইনের ৩৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়।

৫.২) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ অ্যাডভোকেট আরও দাখিল করছেন যে, সালিশ আইনের ধারা ৩৭ অনুসারে, বিচার বিভাগীয় তদন্তের পরিধি সংকীর্ণ এবং চুক্তিতে নিজস্ব গঠন প্রদানের প্রয়োজন নেই। অনুসন্ধানের ফলাফলগুলিকে বিকৃত করে এটি দাখিল করা হচ্ছে ,হাইকোর্ট সালিশ আইনের ধারা ৩৭ অনুসারে বিবেচনা করা তদন্তের সীমিত পরিধির বাইরে চলে গেছে।

৫.৩) আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ উকিল আরও বলেন যে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে সি. এম. ডি. এ-র ধারাগুলির উপর বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারীর দ্বারা করা ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত নির্মাণ/ব্যাখ্যা ছিল এবং তাই সালিসি আইনের ৩৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্ট দ্বারা এটি প্রতিস্থাপন করা যেত না।

তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার সহযোগী নির্মাতা বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন, যা (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৪৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে; স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম গুপ্ত ব্রাদার স্টিল টিউব লিমিটেড, (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৬৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং স্যাঙ্গিয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড বনাম ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি (এন. এইচ. এ. আই)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত, যা ২০১৯-এর সিভিল আপিল নং ৪৭৭৯-এ ৫.৩.১ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ উকিল আরও বলেন যে, স্বীকারযোগ্যভাবে কয়লা সরবরাহে ২১ মাস বিলম্ব হয়েছিল, যা বন ছাড়পত্র এবং পরিবেশ ছাড়পত্র পেতে বিলম্বের কারণে হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারী ২০০৮ সালে ২০১১ সালে যে মূল্য দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তা কখনই সেই বছরে একই থাকবে না।

৫.৩.১) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট আরও দাবি করেন যে, কয়লা সরবরাহে ২১ মাস বিলম্ব হয়েছিল, যা বন ছাড়পত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে বিলম্বের কারণে ঘটেছিল। আবেদনকারী ২০০৮ সালে যে মূল্য ২০১১ সালে পরিশোধ করার জন্য সম্মত হয়েছিলেন তা ২০১৩-১৪ সালে আর কখনও একই থাকবে না। আবেদন করা হচ্ছে যে, যদিও সি এম ডি এ অনুসারে শুরুর তারিখ ২৫.৩.২০১৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল, তবে সি এম ডি এ -এর অধীনে নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৫.০৬.২০১১ তারিখ থেকেই শুরুর তারিখ বিবেচনা করা উচিত এবং সেই তারিখ থেকে দাম বৃদ্ধি বিবেচনা করা উচিত।

৫.৩.২) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ অ্যাডভোকেট আরও দাখিল করেছেন যে যদিও পারস্পরিক সম্মতিতে কয়লা সরবরাহের তারিখ ২৫.০৩.২০১৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল, তবুও ২০১১ সালে সরবরাহ করা একই দামে কয়লা সরবরাহের কোনও চুক্তি ছিল না। এটি স্বীকার করা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে - ধারা ৪.৫.২ যা বলপূর্বক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শুরুর তারিখ বাড়ানোর অনুমতি দেয়, তবে, ধারা ৫.৪.৩-তে এই জাতীয় কোনও ধারা সরবরাহ করা হয়নি, যা মূল্য বৃদ্ধির জন্য একটি ধারা। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে পক্ষগুলির উদ্দেশ্য কখনও

একতরফাভাবে প্রকরণ ৫.২.২-তে উল্লিখিত প্রথম কার্যনির্বাহী বছর বাড়ানোর ছিল না। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, চুক্তিবদ্ধভাবে নির্ধারিত তারিখ, অর্থাৎ ২৫.০৬.২০১১ থেকে মূল্য বৃদ্ধি অপরিহার্যভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৫.৩.৩) এটা উপস্থাপিত হয় যে, যেকোনও ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং ন্যায়সঙ্গতও ছিল। কেবলমাত্র অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব হওয়ার কারণে, উচ্চ আদালত বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারীর দ্বারা নথিভুক্ত ব্যাখ্যা/অনুসন্ধানগুলিতে হস্তক্ষেপ করা ন্যায়সঙ্গত নয় এবং তাও সালিস আইনের ৩৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এটি উপস্থাপিত হয় যে, দাবি নং ১ সম্পর্কিত সিএমডিএ-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির ব্যাখ্যা আসলে সিএমডিএ-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাই এটি জমা দেওয়া হয় যে, উচ্চ আদালত লেম্ড সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, যা বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫.৪) এখন পর্যন্ত 'নির্দিষ্ট খরচ' শিরোনামে দাবি নং ২-এর ক্ষেত্রে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার সি. এম. ডি. এ-র ধারা ৮.২ (iii)-এর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন।

৫.৪.১) এটি জমা দেওয়া হয় যে, নির্ধারিত সরবরাহের সময়সূচী অনুযায়ী কয়লা নিতে উত্তরদাতার অক্ষমতার কারণে, আবেদনকারীকে তার কারখানাটি কম-সর্বোত্তম স্তরে পরিচালনা করতে হয়েছিল যার ফলে নির্দিষ্ট খরচ বহন করতে হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে, স্বতঃস্ফূর্ত জ্বলন রোধ করতে এবং কারখানার কোনও বিপদ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদনের ৩ মাসের মধ্যে কয়লা উত্তোলন করা বাধ্যতামূলক ছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে, তা সত্ত্বেও, উত্তরদাতা সরবরাহ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৫.৪.২) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট আরও দাখিল করেছেন যে, উচ্চ আদালত কয়লা খনির পরিষেবা চুক্তির অধীনে এ এম পি এল (সাব-কন্ট্রাক্টর) দ্বারা ক্ষতির কারণ হিসাবে দাবিটি মঞ্জুর না করে একটি ভুল করেছেন, যার মধ্যে বিবাদী পক্ষ ছিল না এবং দ্বিতীয়ত, ৭৮ কোটি টাকার ক্ষতি হিসাবরক্ষকের সার্টিফিকেটের বাইরে প্রমাণিত হয়নি। আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট আরও দাখিল করেছেন যে সি এম ডি এ এ এম পি এল -কে উপ-কন্ট্রাক্টর হিসাবে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে না এবং প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কোনও নিয়োগ আপিলকারী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল এবং তাই এ এম পি এল -কে সি এম ডি এ -তে সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ বলা যাবে না। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে,

যখন বিবাদী পক্ষ নির্ধারিত পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করতে ব্যর্থ হয় এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য কয়লা সরবরাহে বিলম্ব হয়, তখন আপিলকারী ৭৮ কোটি টাকার ক্ষতির জন্য প্রাপ্য হবেন। তাই এটি দাখিল করা হচ্ছে যে হাইকোর্ট উক্ত দাবিটি খারিজ করে গুরুতর ভুল করেছেন।

৫.৫) এখন পর্যন্ত "এসক্রো অ্যাকাউন্ট" শিরোনামের অধীনে দাবি নং ৩-এর ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ উকিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্ট ভুলভাবে রায় দিয়েছে যে, এসক্রো অ্যাকাউন্টে প্রদত্ত অর্থপ্রদানের জন্য আবেদনকারীর বিল থেকে বাদ দেওয়ার অধিকার উত্তরদাতার রয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, এইভাবে শিক্ষিত একমাত্র সালিসকারী সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে খনি কেটে ফেলার পর্যায়টি পৌঁছয়নি এবং তাই এসক্রো অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে ছাড় অপরিণত ছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে, খনি কারখানা বন্ধ হওয়ার সময় ৩০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেই ছাড়ের বিষয়টি উত্থাপিত হবে। আরও বলা হয়েছে যে, সিএমডিএ কার্যকর হওয়ার পরে কয়লা মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকাগুলির কারণে এসক্রো অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা হয়েছিল। তাই, কয়লা মন্ত্রকের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিটি সি. এম. ডি. এ-র পক্ষগুলিকে বাধ্য করবে না। তাই জমা দেওয়া হয়েছে যে, হাইকোর্ট দাবি নং ৩ প্রত্যাখ্যান করে একটি গুরুতর ভুল করেছে।

৫.৬) উপরের জমা দেওয়া এবং উপরের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিলের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৬) ভারতের বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা বর্তমান আপিলের বিরোধিতা করার সময় জোরালোভাবে বলেছেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এবং বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র সালিসকারীর দ্বারা অনুমোদিত দাবিগুলি সি. এম. ডি. এ-র প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির ঠিক বিপরীত ছিল বলে প্রমাণিত হওয়ার পরে, উচ্চ আদালত বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায়কে বিপরীত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত, যা বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬.১) বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল দৃঢ়ভাবে আবেদন করছেন যে, আইনের নিষ্পত্তিকৃত প্রস্তাব অনুসারে, বিজ্ঞ মধ্যস্থতাকারী চুক্তির শর্তাবলী প্রতিস্থাপন করতে এবং/অথবা চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যা চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, সিএমডিএ-এর স্পষ্ট এবং স্পষ্ট বিধানের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে এই রায় ভারতের জননীতির সাথে সাংঘর্ষিক। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, বর্তমান ক্ষেত্রে,

উত্তরদাতার মতে, "শুরুর তারিখ" সম্পর্কে কেবল একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ছিল যা বিজ্ঞ সালিসকারী গ্রহণ করতে পারতেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে তবে বিজ্ঞ সালিসকারী যে ব্যাখ্যাটি সমর্থন করেছেন, তার সমর্থনে কোনও যুক্তিহীন হওয়া ছাড়াও, সিএমডিএ-র শর্তাবলী এবং পক্ষগুলির আচরণের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। এটি জমা দেওয়া হয় যে কোনও পুরষ্কার, সিএমডিএ-র স্পষ্ট এবং স্পষ্ট বিধানগুলির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে দাঁড়িয়ে, ভারতের সরকারী নীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং তাই বাতিল করা যেতে পারে। তাই উচ্চ আদালত সালিসি আইনের ৩৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে রায়টি যথাযথভাবে বাতিল করে দিয়েছে। তাঁর উপরের জমা দেওয়ার সমর্থনে, ভারতের বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, ওএনজিসি বনাম স পাইপস লিমিটেড, (২০০৩) ৫ এসসিসি ৭০৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে; হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম ফ্রেন্ডস কোল কার্বনাইজেশন, (২০০৬) ৪ এসসিসি ৪৪৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং সহযোগী বিল্ডার বনাম ডিডিএ, (২০১৩) ৩ এসসিসি ৪৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

৬.২) এখন যতদূর দাবি নং ১, অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির ধারণা করা হয়েছে, শ্রী তুষার মেহতা জোরালোভাবে সলিসিটর জেনারেলকে বলেছেন যে চুক্তিতে "শুরুর তারিখ" শব্দটির একই অর্থ রয়েছে যা ৪.৫.১ ধারায় দেওয়া হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ৪.৫.৩ ধারা অনুসারে শুরুর তারিখটি চুক্তির সারমর্ম। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে সিএমডিএ-র প্রাসঙ্গিক ধারা অনুসারে, শুরুর তারিখটি বাড়ানো যেতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক চুক্তির সাথে এটি ২৫.০৩.২০১৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে "শুরুর তারিখ" শব্দটি সেই তারিখ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে তারিখে কয়লার প্রকৃত সরবরাহ শুরু হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে বর্তমান ক্ষেত্রে, স্বীকারযোগ্যভাবে, কয়লা সরবরাহের তারিখ হল ২৫.০৩.২০১৩, এবং তাই, আবেদনকারী কেবলমাত্র শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস শেষ হওয়ার পরেই, অর্থাৎ, ২৫.০৩.২০১৩ মূল্য বৃদ্ধির অধিকারী হবেন। এটি সিএমডিএ-র অধীনে জমা দেওয়া হয়, আবেদনকারী প্রতিটি কার্যকরী বছরে মূল্য বৃদ্ধির অধিকারী, তবে শর্ত থাকে যে প্রথম বৃদ্ধি শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস শেষ হওয়ার পরেই ঘটবে, অর্থাৎ, ২৫.০৩.২০১৩। এটি জমা দেওয়া হয় যে এইভাবে মূল্যের যে কোনও বৃদ্ধি কয়লা সরবরাহ শুরু হওয়ার তারিখের সাথে যুক্ত। এটি জমা দেওয়া হয় যে এইভাবে যদি কয়লা সরবরাহ ২৫.০৬.২০১১-এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু করা হয়, তবে প্রথম কার্যকরী বছর হবে ২৫.০৬.২০১১ থেকে ৩১.০৩.২০১২। তবে, যেহেতু কয়লা সরবরাহ কেবল ২৫.০৩.২০১৩-এ শুরু হয়েছিল, তাই প্রথম কার্যকরী বছরটি ২৫.০৩.২০১৩ থেকে ৩১.০৩.২০১৩ হওয়া উচিত ছিল। অতএব, এটি দাখিল করা হচ্ছে যে যখন শুরুর

তারিখ ২৫.০৬.২০১১ হবে, তখন প্রথম মূল্য বৃদ্ধি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য হবে। ২০১৩-১৪ এটি জমা দেওয়া হয় যে যদি শুরুর তারিখটি ২৫.০৩.২০১৩ বলে ধরে রাখা হয় (যা প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বাড়ানো হয়েছিল), তবে প্রথম মূল্য বৃদ্ধি আর্থিক বছরে ঘটবে। ২০১৪-১৫ এটি জমা দেওয়া হয় যে এমডিএ-র ধারা ৫.৪.৩ থেকে এটি স্পষ্ট যে কয়লা সরবরাহ শুরু হওয়ার পরেই দাম বাড়ানো হবে এবং এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে কয়লা প্রকৃত সরবরাহ ২৫.০৩.২০১৩ থেকে শুরু হয়েছিলঅতএব, যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য মূল্য বৃদ্ধির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তাই বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারটি সি. এম. ডি. এ-র প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির ঠিক বিপরীত ছিল এবং তাই হাইকোর্ট দ্বারা এটি যথাযথভাবে বাতিল করা হয়েছে।

৬.৩) ভারতের বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল আরও বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদী নির্ধারিত পরিমাণের পুরো পরিমাণ তুলে নিয়েছিলেন এবং তাই কোনও লোকসান হয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারী কয়লা উত্তোলনে এবং/অথবা তাদের সম্মত পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণ কয়লা উত্তোলনের কারণে প্রকৃত ক্ষতির বিষয়ে কোনও প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৬.৪) উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল আরও বলেন যে, একইভাবে হাইকোর্ট "এসক্রো অ্যাকাউন্ট" সংক্রান্ত দাবিটি যথাযথভাবে খারিজ করে দিয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, কয়লা মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে "এসক্রো অ্যাকাউন্ট" খোলার প্রয়োজন ছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী এসক্রো অ্যাকাউন্ট খুলতে রাজি হয়েছিলেন যা কয়লা মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে খোলা প্রয়োজন ছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারী সম্মত হয়েছেন যে তার চলমান বিলগুলি থেকে 'এন এসক্রো অ্যাকাউন্ট' জমা করার জন্য অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটিও সি. এম. ডি. এ-র ৩.২.১ ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি জমা দেওয়া হয়েছে তাই হাইকোর্ট যথাযথভাবে এসক্রো অ্যাকাউন্টে করা উক্ত দাবিটি অনুমোদন করেনি।

৬.) উপরের জমা দেওয়া এবং উপরের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, বর্তমান আবেদনটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৭) আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি।

৮) শুরুতেই, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সালিশ আইনের ধারা ৩৭ এর অধীনে

তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক নিশ্চিতকৃত বিজ্ঞ সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল করেছে।

অতএব, এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হল, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালতের বিভাগটি সালিশ আইনের ৩৭ ধারার অধীনে আপিলের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত কিনা, যা বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে?

৯) উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, এই আদালতের কিছু সিদ্ধান্ত এবং আপিল আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে ঘোষিত আইন বিবেচনা করতে হবে।

৯. ১) সহযোগী নির্মাতাদের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, এই আদালত সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য আদালতের এখতিয়ার বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার একটি সুযোগ পেয়েছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত সালিসি রায়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য আদালতের ক্ষমতার সীমা বিবেচনা করেছে। এটি পর্যবেক্ষণ ও রায় দেওয়া হয়েছে যে কেবলমাত্র যখন রায়টি ভারতের পাবলিক পলিসির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখনই আদালত সালিসি রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত "ভারতে পাবলিক পলিসির" বিভিন্ন প্রধান বিষয় বিবেচনা করে, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পেটেন্ট অবৈধতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সালিসি আইনের ধারা ২৮ (৩) উল্লেখ করার পর এবং মেডারমট ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেড বনাম বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি লিমিটেডের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পর, (২০০৬) ১১ এস. সি. সি ১৮১ (অনুচ্ছেদ) এবং রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড বনাম দেওয়ান চাঁদ রাম সরন, (২০১২) ৫ এস. সি. সি. ২০৬ (অনুচ্ছেদ)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে একটি সালিসি ট্রাইব্যুনালকে অবশ্যই চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তবে যদি কোনও সালিসকারী যুক্তিসঙ্গতভাবে চুক্তির একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে, তবে এর অর্থ এই নয় যে এই ভিত্তিতে রায়টি বাতিল করা যেতে পারে। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে চুক্তির শর্তাবলীর নির্মাণ প্রাথমিকভাবে একজন সালিসকারীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, যদি না সালিসকারী চুক্তিটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে এটি এমন কিছু বলা যেতে পারে যা কোনও ন্যায্য মনের বা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি করতে পারে না। ৩৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে যখন কোনও আদালত সালিসের পুরষ্কারে "পাবলিক পলিসি" পরীক্ষা প্রয়োগ করে, তখন এটি আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে না এবং ফলস্বরূপ সত্যের ত্রুটিগুলি সংশোধন করা যায় না। তথ্য সম্পর্কে সালিসকারীর সম্ভাব্য মতামত অবশ্যই সামনে আসতে হবে কারণ সালিসকারীই তার সালিসী রায় প্রদানের সময় নির্ভরযোগ্য প্রমাণের পরিমাণ এবং মানের চূড়ান্ত মালিক। আরও দেখা গেছে যে, তাই সামান্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে

বা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি রায় যা একজন প্রশিক্ষিত আইনী মনের মানদণ্ডে মানানসই নয়, এই স্কোরের ভিত্তিতে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

৯.২) ভারতীয় জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ বনাম আই. টি. ডি সিমেন্টেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড, (২০১৫) ১৪ এস. সি. সি ২১ (অনুচ্ছেদ ২৫) এবং ভারতের স্টিল অথরিটি লিমিটেড বনাম গুপ্ত ব্রাদার স্টিল টিউব লিমিটেড, (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ৬৩ (অনুচ্ছেদ ২৯)-এর মামলায় এই আদালত একই মত পোষণ করেছে।

১০) এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তার সামনে আরোপিত সালিশ রায় বাতিল করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে কিনা তা আমাদের পরীক্ষা করতে হবে।

১১) সুবিধার জন্য, আমরা হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং দাবি-ভিত্তিক আদেশ নিয়ে কাজ করব। প্রথম দাবিটি "মূল্য সমন্বয়/বৃদ্ধি" সম্পর্কিত; দ্বিতীয় দাবিটি "নির্দিষ্ট খরচ" সম্পর্কিত এবং তৃতীয় দাবিটি "এসক্রো অ্যাকাউন্ট" সম্পর্কিত।

১১.১) এখন "মুল্য সমন্বয়/বৃদ্ধি" সংক্রান্ত দাবির ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ সালিসকারী বলেন যে, ৫.৪.৩-এর সঙ্গে পঠিত ৫.২.২ ধারার উদ্দেশ্যে প্রথম কার্যকরী বছর শুরু হওয়ার তারিখ হবে ২৫.০৬.২০১১ এবং তাই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শূন্য বছর হবে ২০১১-১২। তদনুসারে, কানের সালিসকারী এফওয়াই-তে বর্ধিত মূল্য বিবেচনা করেছিলেন। ২০১৩-১৪ প্রতি মেট্রিক টনে R৫.৮৯৫। তবে, উত্তরদাতার মতে, শুরু হওয়ার তারিখটি ২৫.০৬.২০১১ থেকে ২৫.০৩.২০১৩-এ পরিবর্তিত হওয়ায়, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শূন্য বছর হবে ২০১৩-১৪। এটা মনে রাখতে হবে যে, এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, চুক্তি/চুক্তির মাধ্যমেই মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদিত এবং চুক্তিতে উল্লিখিত সূত্র অনুযায়ী, শুরু হওয়ার তারিখ থেকেই মূল্য বৃদ্ধি হবে। তবে, এটি সত্য যে, শুরুর প্রাথমিক তারিখ, অর্থাৎ ২৫.০৬.২০১১ পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ২৫.০৩.২০১৩-এ বাড়ানো হয়েছিল। তবে, এটি বলপূর্বক বিপর্যয়ের কারণে হয়েছিল কারণ বন ছাড়পত্র এবং নাইরোনমেন্টাল ছাড়পত্র পেতে ২১ মাস বিলম্ব হয়েছিল। ২০১১ সাল থেকে প্রযোজ্য ২০০৭-০৮ বছরে মূল্য উদ্‌ধৃত করা হয়েছিল। যাইহোক, বন ছাড়পত্র এবং পরিবেশ ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব হয়েছিল এবং তাই সরবরাহ শুরু হওয়ার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর মধ্যে শ্রম চার্জ, পরিবহন চার্জ ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হবে।

যদিও তারিখটি সরবরাহ শুরু হওয়ার সময় বাড়ানো হয়েছিল, মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলিতে কোনও সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ছিল না। ২০১৩ সালে কোনও নির্দিষ্ট চুক্তি ছিল না যে, আবেদনকারী কোনও মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াই একই দামে কয়লা সরবরাহ করবেন। অতএব, মামলার সামগ্রিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে, ন্যায়পরায়ণ সালিসকারী চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, ৫.৪.৩ দিয়ে পঠিত ৫.২.২ ধারার উদ্দেশ্যে প্রথম কার্যকরী বছরের সূচনার তারিখ হবে ২৫.০৬.২০১১ এবং সেই অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শূন্য বছর হবে ২০১১-১২ এবং তাই আবেদনকারী বর্ধিত টাকার অধিকারী হবেন যা ২০১৩-১৪ (মূল্য বৃদ্ধি) বছরে প্রযোজ্য। বিজ্ঞ সালিসকারীর দেওয়া যুক্তি বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে জ্ঞানী সালিসকারীর দ্বারা ব্যাখ্যা উভয়ই সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল। অতএব, কেবলমাত্র অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া যেতে পারত বলে সালিসকারীর দেওয়া ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করা হাইকোর্টের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নয়, যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল। অতএব, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি যে উচ্চ আদালত দাবি নং।-মূল্য সমন্বয়/বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার স্পষ্টভাবে অতিক্রম করেছে। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় নং ১-এর দাবির ক্ষেত্রে পাবলিক পলিসির বিরুদ্ধে ছিল, তবে সম্মানের সাথে আমরা পাবলিক পলিসির কোনও উপাদান দেখি না। এটি চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির ব্যাখ্যার বিশুদ্ধ এবং সহজ মামলা ছিল যা কোনও সরকারী নীতির সাথে জড়িত নয়। অতএব, আমরা মনে করি যে উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি দাবি না করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায় বাতিল ও বাতিল করার জন্য।-মূল্য সমন্বয়/বৃদ্ধি বজায় রাখা যায় না এবং এটি বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য।

১১.২) এখন যতদূর দাবি নং ২-"নির্দিষ্ট খরচ" এবং ক্ষতির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত ৭৮ কোটি টাকার পরিমাণ সম্পর্কিত, প্রাসঙ্গিক 'নথিভুক্ত বিষয়বস্তু' খতিয়ে দেখার পরে, আমরা মতামত দিচ্ছি যে হাইকোর্ট যথাযথভাবে দাবি নং ২-এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়টি বাতিল করে দিয়েছে। সিএ-এর শংসাপত্র ব্যতীত, প্রকৃত ক্ষতির বিষয়ে আর কোনও প্রমাণ দেওয়া হয়নি। নথি থাকা তথ্য বিবেচনা করলে দেখা যায় যে,

সংশ্লিষ্ট বছরে বিবাদী কর্তৃক উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। অতএব, দাবি নং ২ এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় নথি থাকা প্রমাণের পরিপন্থী ছিল এবং তাই হাইকোর্ট যথাযথভাবে তা বাতিল করে দিয়েছে।

১১.৩) একইভাবে, এমনকি দাবি নং ৩-এর ক্ষেত্রেও-"এসক্রো অ্যাকাউন্ট" অনুমান করা হয় যে, উচ্চ আদালত দাবি নং ৩-এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়ে যথাযথ হস্তক্ষেপ করেছে। এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে খনি বন্ধ করার প্ল্যান্ট প্রস্তুত করার জন্য ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে এসক্রো অ্যাকাউন্টটি খুলতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নাইনিং সংস্থাকে যে কোনও তফসিলি ব্যাঙ্কে এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাগুলি তদনুসারে, উত্তরদাতা একটি এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং একটি এসক্রো চুক্তি কার্যকর করেন। পক্ষগুলির মধ্যে চিঠিপত্র থেকে মনে হয় যে আবেদনকারীও এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সম্মত হয়েছিলেন। আবেদনকারী আরও সম্মত হন যে, এসক্রো অ্যাকাউন্টে জমা করা অর্থ আবেদনকারীর কয়লা ব্লক থেকে কয়লা প্রেরণের জন্য যৌথ উদ্যোগ সংস্থা পি. কে. সি. এল-এর কয়লা বিলের তাৎক্ষণিক পাঠ্য পরিশোধ থেকে উত্তরদাতা দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হবে। সুতরাং, এরপরে এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ দাবি করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না। যদি এসক্রো অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যা কয়লা মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুসারে ছিল তা হতাশ হবে। এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল আবেদনকারী সংস্থাটি চুক্তি অনুসারে এবং কয়লা ব্লকগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিটি পূরণ করে। অতএব, হাইকোর্ট যথাযথভাবে দাবি নং ৩-এসক্রো অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করেছে যে যুক্তিটি 'এস' বিকৃত বা এত অযৌক্তিক যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি নথি থাকা উপাদান/প্রমাণের উপর পৌঁছতে পারে না। আমরা হাইকোর্টের বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চের নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

১২. উপরের এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপিলটি আংশিকভাবে সফল হয়। বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি পাস হয় হাইকোর্ট যতদূর পর্যন্ত দাবি নং১-মূল্য সমন্বয়/বৃদ্ধি বাতিল করা হয়েছে এবং বাতিল করা হয়েছে এবং দাবি নং ১-এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় এতদ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, ততদূর পর্যন্ত বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায় বাতিল ও বাতিল করার ক্ষেত্রে, যা বিজ্ঞ বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পারসা কেন্তে কোলিরিজ লিমিটেড বনাম রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড
[এম. আর. শাহ, বিচারপতি]

৭৪৫

'হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ, বাকি দাবির ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত রায় বাতিল ও বাতিল করার ক্ষেত্রে, যথা, দাবি নং ২-নির্দিষ্ট খরচ এবং দাবি নং ৩-এসক্রো অ্যাকাউন্ট এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমান আপিলটি আংশিকভাবে কেবল পূর্বোক্ত পরিমাণে অনুমোদিত। তবে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

নিধি জৈন

আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal